The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 5-6 No. 9-12 February to August 2012-2013 Page 17-38 Published on February 2015 by the Registrar. Dhaka University ISSN-2075-3098

মিথ ও অর্থময়তা : 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' চিহ্নের রলাঁ-বার্থীয় মিথগত পঠন

হাকিম আরিফ

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : hakimarif@du.ac.bd

মনিরা বেগম

সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : monira@du.ac.bd

Abstract

The present paper comprises two different parts which explain the concept of 'myth' from two academic points of view. The first part describes the traditional view of human myth relating it with the deep cultural surface of the society. The second part, on the other hand, reflects a semiotic view of myth and reviews it with the process of giving rise to extended or connotative meaning of an existing social phenomenon. The authors include Barthes's Mythologies with a view to providing a semiological interpretation of various contemporary myths of societies. Alongside, the second part incorporates the essential discussions by, a) associating the concept of myth with language; b) considering myth a process to elicit socio-cultural meaning of any social belief, event, reality; and c) taking '1971'- a sign of Bangladesh's liberation war- with Barthean semiological analysis to make the semiotic interpretation of existing myths easy to the Bengali readers.

Key words: *Myth; SIGNIFIER; SIGN; 1971*

মানব সমাজে চিহ্নের নতুন বাগার্থায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ ভূমিকা পালন করে মিথ। তাই চিহ্নবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য-বিষয় হলো মিথ। মিথের রূপ ও প্রকৃতি বিচারে বিশ শতকের বিভিন্ন মনীষী বিশেষ করে চিহ্নতাত্ত্বিকদের মিথচিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাঁরা পূর্ববর্তীদের মতো মিথকে শুধু অতিকথা, রূপক বা

রূপকথা বলে মনে করেননি। বরং মিথ ও তার ভেতরকার নানা তাঁরা অনুষঙ্গে খুঁজতে চেয়েছেন মিথ রচনার পিছনে ক্রিয়াশীল মানব সমাজের সংস্কার ও প্রত্যয় এবং দেখতে চেয়েছেন আমাদের এই মিথ রচনার গভীরচৈতন্যে লুকিয়ে থাকা সংজ্ঞাপনগত পরিবর্তিত অর্থবোধ ও তার নানামাত্রিকতাকে। আর মিথের এই ধরনের অভিনতুন ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য চিহ্নবিজ্ঞানী রলাঁ বার্থ (১৯১৫-১৯৮০) প্রস্তাব করেছেন ভাষিক চিহ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত মিথ-কেন্দ্রিক সম্প্রসারিত চিহ্ন-কাঠামো। এই বর্ণনামূলক প্রবন্ধে রলাঁ বার্থের এই মিথ-কাঠামোর আলোকে 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' শীর্ষক বাঙালির সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ উক্তিমালার মিথগত অর্থসৃজন, অর্থভেদ, অর্থের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অন্বেষণ করা হয়েছে।

১. মিথ: প্রচলিত বর্ণনা ও বয়ান

ফেলিহ্কাতুব্বে (Felihkatubbe, 2013) আমাদের জানাচ্ছেন যে, পঞ্চাশের দশকে প্রকাশিত ফরাসি চিহ্নবিজ্ঞানী রলাঁ বার্থের আধুনিক মিথের ব্যাখ্যা সমন্বিত গ্রন্থ *Mythologies* প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর সারস্বতমণ্ডলে মিথ সম্পর্কে একটি প্রথাগত ধারণা অর্থাৎ 'myth is traditionally associated stories, e.g. Greek myths or something which is fictitious... ' (পৃ.৬) প্রধানত ক্রিয়াশীল থেকেছে। কিন্তু রলাঁ বার্থ উল্লেখিত গ্রন্থের মাধ্যমে মানব ইতিহাসে প্রথম মিথ সম্পর্কে মানুষের পুরাতন ধারণায় চিড় ধরিয়ে এর নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন এবং মিথকে মানুষের উচ্চারিত বাচনের (speech) প্রাগ্রসর প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত করে এর আধুনিক ব্যাখ্যা বিনির্মাণে তৎপর হন। মূলত বার্থ মিথকে ভাষা-চিহ্নের সাথে মিলিয়ে এর অভ্যন্তর কাঠামো উপস্থাপন করেছেন। রলাঁ বার্থের এই আধুনিক মিথ-কাঠামোর ছাঁচে ফেলে যেকোনো সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উক্তিমালা (discourse) বা ঘটনাপ্রবাহকে যে মিথ মর্যাদায় উন্নীত করা যায়, তা বর্ণনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে উদ্দীষ্ট আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে মিথ সম্পর্কে সাহিত্যতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক বা সংস্কৃতিবেত্তারা যেসব ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সৃজন করেছেন তা এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

মিথের সংজ্ঞার্থের ক্ষেত্রে চিহ্নবিজ্ঞানী ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা প্রায় সবাই মনে করেন, এর মাধ্যমে কোনো জাতির ইতিহাস বা ঐতিহ্যের প্রাচীন রূপটিকে অনুভব করা যায়। তাই এতে তাঁরা সন্ধান করেছেন সেই মিথরূপ জীবন-সত্যের মূলকে (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮০)। লিচ মিথ সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা প্রদর্শন করে বলেন–

> A story presented as having actually occurred in a previous age, explaining the cosmological and supernatural traditions of people, their gods, heroes, cultural trails, religious beliefs etc. (Leech, 1947: 778)

মূলত মানব ইতিহাস ও সংস্কৃতির যে ক্রমবিবর্তন ঘটেছে, ঐতিহ্য পরম্পরায় বাহিত মিথের মধ্যে একটি জাতি সে উপলক্ষগুলোকে নিজেদের মতো গল্প বা কাহিনি আকারে সঞ্চিত করে রেখেছে। মিথের এ বিষয়গুলো তাদের মনের গভীরে অবস্থান করে, যাকে ইয়ুং ও কেরেনিচি (Jung and Kerenyci, (2002) বলেছেন 'collective unconscious' বা 'সামূহিক নির্জ্ঞান'। তাঁদের মতে, এই সামূহিক নির্জ্ঞানের মধ্যে মিথের প্রাচীনতম মূর্তিটি লুকিয়ে থাকে এবং তার চেতন মানসিকতায় সেগুলি ব্যক্ত করা হয় মিথের গল্পের মাধ্যমে।

চিত্র ১: চিহ্নতাত্ত্বিক রলাঁ বার্থ
(উৎস: Google Image)

চিত্র ২: মিথিক চরিত্র প্রমিথিউস
(উৎস: Mann des Feuers, 2007)

১৯৪৯ প্রকাশিত *The Hero with a Thousand Faces* গ্রন্থে জোসেফ ক্যাম্পবেল মিথকে মানবসভ্যতার সারসত্তা হিসেবে ভেবেছেন। তাঁর মতে, মানুষের যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশ, যেমন-ধর্ম, দর্শন, চিত্রকলা, প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রয়েছে তার সবই মিথের ফসল। ক্যাম্পবেলের (Campbell, 1949) বিবেচনায়, মিথের চার ধরনের রূপ পরিলক্ষিত হয়। এর প্রথম কাজ হলো, এক ধরনের রহস্যময় অতীন্দ্রিয়তা জাগিয়ে তোলা। মিথ বিশ্বকে এক রহস্যের মাত্রা পরায়, সব ধরনের মৌলিক প্রপঞ্চের পেছনে যে রহস্য থাকে, তা মানুষকে উপলব্ধি করায়। মিথের দ্বিতীয় কাজ হলো, মহাজাগতিক মাত্রা নিয়ে। ব্রহ্মাণ্ডের রূপ তুলে ধরতে মিথ-বিজ্ঞান এমন সব উপায় অবলম্বন করে যাতে মহাজাগতিকতার বিষয়ে আরো রহস্যের সৃষ্টি হয়। এর তৃতীয় কাজ হলো অনেকটা সমাজতাত্ত্বিক। অর্থাৎ কোনো বিশেষ সামাজিক নিয়মকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করা। চতুর্থ কাজ হলো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা। কীভাবে যেকোনো পরিস্থিতিতে মানবিক জীবন যাপন করতে হয়, তা আমরা মিথ থেকে শিক্ষা লাভ করি, (Campbell, 1949)।

প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী মিথের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বাস, অর্থাৎ এখানে বিশ্বাসের একটি ভিত্তি থাকে। এটি হলো প্রচলিত বিশ্বাস বা কাহিনি যার সাথে অনেকটা জাতীয় ও অতীত মূল্যবোধ, বিশ্বাস, বাস্তবতা, ফ্যান্টাসি ইত্যাদি যুক্ত হয়। মিথে সত্য-মিথ্যার একটি মিশ্রিত রূপ থাকে। সেজন্য দেখা যায় যে, গ্রিক মিথ অনেকটা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। মিথ মানুষের তৈরি, তবে এই ধরনের কাহিনির সত্যতা ইতিহাসে হয়তো ছিল, যদিও তা অভিন্ন নামে মূর্ত হয়নি। তবে চরিত্রগুলো হয়তো এক, যা লোক মুখে প্রচলিত থাকে। মিথ মানুষের মুখে থাকে এবং এক সময় কেউ একে সংকলন করে, যেমনটি ঘটেছিল হোমারের *ইলিয়াড* ও *অডিসির* ক্ষেত্রে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি গ্রিক সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে লুকিয়ে থাকা ঘটনাপরম্পরাকে সংগ্রথিত করে এ দুটি মহাকাব্য সৃজন করেছেন।

মিথের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো, এখানে ভালো ও মন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রিক মিথে দেবতা ও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখানো হয়, যদিও পরে দেবতাদেরই জয় দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় মিথে মানুষ ও দেবতার দ্বন্দ্ব থাকলেও সেখানে অনেক সময় মানুষেরই বিজয়গাথা উপস্থাপিত হয়েছে। মিথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বীরগাথা বা কাহিনী থাকে। এতে বীরের কাজ দুধরনের, এক হলো শারীরিক কাজ। বীর যুদ্ধ বিগ্রহে সাহসিকতার পরিচয় দেয় বা কারো জীবন বাঁচায়। আর অন্য ধরনের কাজ হলো, আধ্যাত্মিক। এক্ষেত্রে বীর আধ্যাত্মিক জীবনের অসাধারণ কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং বাণী বহন করে ফিরে আসেন জনপদে (Campbell, 1949)।

মিথে নানা ধরনের বিষয় বর্ণিত হয় যার অধিকাংশই মানব সভ্যতার অগ্রগমনের জন্য অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, আগুন জ্বালাতে শেখা মানুষের সভ্যতার এতিহাসে এক বিরাট পদক্ষেপ। পৃথিবীর প্রায় সব সংস্কৃতিতে আগুনের ওপর মানুষের অধিকার নিয়ে অসংখ্য মিথ-কাহিনি তৈরি হয়েছে, যেমন- গ্রিক মিথে বর্ণিত আছে যে, প্রমিথিউস মানুষের জন্য তথা সভ্যতার জন্যই আগুন নিয়ে আসে এবং সেজন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়েছে *(দেখুন চিত্র ২)*। তাই আগুন চুরির কাহিনি এক সর্বজনীন পৌরাণিক কাহিনি। আগুনের ওপর অধিকার আয়ত্ত করতে গিয়ে প্রকৃতির সাথে মানুষের যেসব দ্বন্দ্ব ঘটেছে সেসব কাহিনি অগ্নিচয়নের মিথগুলোতে বর্ণিত আছে। মূলত আগুনের মূল্যায়ন করা, আমাদের জীবনে এর গুরুত্ব বিবেচনা করা এবং মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছে এমন শক্তি হিসেবেই আগুনকে বিচার করা এসব মিথিক গল্পের উদ্দেশ্য (Campbell, 1949)। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেও মানব-সভ্যতার জন্য অপরিহার্য এই রকম উদাহরণ মিথে খুঁজে পাওয়া যায়। হরধনু ভেঙে রামচন্দ্রের সীতাকে অর্জন করা কিংবা

তারই পদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার প্রাণ ফিরে পাওয়ায় ধ্রুপদী কাহিনির গভীরে যে ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে, তা যথাক্রমে শিকারজীবী অর্থনীতি থেকে (হরধনু যার প্রতীক) কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় (সীতা অর্থাৎ লাঙলের ফাল যার প্রতীক) উত্তরণের প্রতীক, এবং অকর্ষিত জমি (অহল্যাভূমি) কৃষির মাধ্যমে শষ্যশ্যামলা হয়ে ওঠার গল্প হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে (সেনগুপ্ত, ২০০১)।

মিথের প্রচলিত ব্যাখ্যা বিষয়ে পরিশেষে বলা যায়, মিথ হলো কোন জাতির সংস্কৃতির নিজস্ব চিন্তাচেতনা যা তাদের অভিজ্ঞতাকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে ও ঐতিহাসিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক। মিথ হলো চরম সত্য শব্দাতীত ও চিত্রকল্পাতীত। এর ফলে জীবন পায় নতুন দ্যুতি, নতুন সংগতি, নতুন বর্ণাঢ্যতা, জীবনের যে অধ্যায় বা মুহূর্তকে মনে হয় নেতিবাচক তার ভেতরেই আপনি খুঁজে পান ইতিবাচক মূল্যবোধ (Campbell, 1949)। তাই আধুনিক কালে মিথচর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অলীক প্রাচীন মিথগুলোর সার্থকতা অনুধাবন করা। কেননা এর পেছনে রয়েছে প্রাচীন সমাজের ক্রিয়াশীল চিন্তাচেতনা ও প্রত্যয়। ফলে মিথের আবেদন মানব সমাজে অনিঃশেষ এবং এর মাধ্যমেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব সীমার মাঝে অসীমকে এবং ক্ষণিকের মাঝে চিরায়তকে।

২. মিথ ও সংস্কৃতির গভীরতল

আধুনিককালে ক্যাম্পবেলসহ (Campbell, 1949) বিভিন্ন তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন যে, ঐতিহ্যাশ্রিতভাবে মিথের যেসব কাহিনী মানুষের মনের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকে তাদের সজ্জাটি অনেকটা ত্রি-স্তরিক। অর্থাৎ এর কাঠামো বিন্যাসে লুকিয়ে থাকে অন্তর্লীন পরিপ্রেক্ষিত, মূল উপজীব্য এবং বহির্বিন্যাস। মিথের অন্তর্লীন পরিপ্রেক্ষিতই তার শিকড়, মিথের কাহিনি হচ্ছে ঐতিহ্য আর তার বহির্বিন্যাস হচ্ছে আধুনিক রূপান্তর। মিথ বিষয়ে নিম্নোক্ত সরল কাঠামোটিকে এই বিষয়টি রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

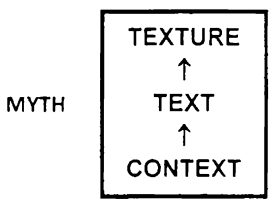

চিত্র ৩ : (উৎস: সেনগুপ্ত, ২০০১:৬)

ওপরের ছকটিকে অনুধাবন করলেই একটি সংস্কৃতি-বলয়ে মিথকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালে নতুন বিন্যাসের মাধ্যমে কাহিনিধারা কেমনভাবে বিবর্তিত হয়, তার পরিচয়টা সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। মিথের যে প্রত্নপ্রতিমার কথা বলা হয়, তা মেলে ঐ কনটেক্সটের শিকড়ে, সেই প্রত্নপ্রতিমার ওপরে যে কাহিনি গড়ে উঠে তার অবলম্বন হল টেক্সট তথা উপজীব্য পর্যায়ে। আর সেই কাহিনীকে ভেঙে নতুন কাহিনি যখন সৃষ্টি করা হয়, তখনই সেটা হয় টেক্সচার বা বিন্যাসের স্তরভুক্ত। এভাবে আদিম ভাবনার ওপর পরবর্তীকালের সামাজিক মূল্যবোধগুলি আরোপিত হতে হতে যে কাহিনিমালা গ্রন্থিত হয়ে ওঠে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মিথ থেকে তারাই রূপান্তরিত হয় সামাগ্রিক মিথোলজিতে (সেনগুপ্ত, ২০০১:৩-৬)।

৩. চিহ্নবিজ্ঞান ও মিথ

মিথ সম্পর্কে সাহিত্যিক, সমালোচক ও সংস্কৃতি-তাত্ত্বিকদের উপরিউক্ত প্রচলিত ব্যাখ্যা ও বয়ান ছাড়াও চিহ্নবিজ্ঞানে মিথ আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ পরিসর দখল করে আছে। কেননা চিহ্নবিজ্ঞানীরাই প্রথম মিথের প্রচলিত আলোচনা বাইরে গিয়ে এর নতুন কাঠামোবাদী ব্যাখ্যার দ্বারা এর ভেতরগত রূপকে উন্মোচন করেছেন। কাঠামোবাদী নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রোসের (Levi-Strauss, 1963) মিথ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় এই বিষয়টিই মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে চিহ্নবিজ্ঞানী ও মিথ তাত্ত্বিক রলাঁ বার্থ প্রচলিত মিথ ভাবনার বাইরে গিয়ে মিথ-সত্তার নতুন নির্মাণের পাশাপাশি মিথকে এক ধরনের অধি-ভাষার (meta-language) মর্যাদায় উন্নীত করে একে বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উক্তিমালা ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ হাতিয়ার বা কৌশলে রূপান্তরিত করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের প্রকৃতি বিবেচনায় নিম্নে রলাঁ বার্থীয় চিহ্নতাত্ত্বিক মিথ ব্যাখ্যা ও পঠনেই শুধু গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রলাঁ বার্থ মূলত যে গ্রন্থের মাধ্যমে মিথের চিহ্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উক্তিমালা ও ঘটনাপ্রবাহকে আধুনিক মিথে রূপান্তর করে এদের প্রায়োগার্থিক স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন, সেটি হচ্ছে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলিত গ্রন্থ Mythologies। অবশ্য ফরাসি ভাষায় রচিত এই গ্রন্থটি ১৯৭০-এর দশকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করে।

৩.১ *রলাঁ বার্থের মিথ-চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার কাঠামো*

চিহ্নবিজ্ঞানে চিহ্ন (sign) থেকে চিহ্নায়ন (signification) শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। চিহ্নায়ন মূলত চিহ্নের অর্থের সাথে সম্পর্কিত। ইউরোপীয় ঘরানার চিহ্নতত্ত্বের জনক

সুইস ভাষাবিজ্ঞানী ফের্দিন দ্য সোস্যুর (Saussure, 1916 [1983]) চিহ্নায়ন সম্পর্কে প্রথম ধারণা দিলেও এ প্রক্রিয়াটি বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেননি। কোন টেক্সট-এর মধ্যে চিহ্নগুলো ক্রিয়াশীল থেকে কীভাবে ব্যবহারকারীর সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটায় তাও সোস্যুর উল্লেখ করেননি। এক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রলাঁ বার্থ (Ronald Barthes)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন প্রায়োগিক চিহ্নবিজ্ঞানী। কেননা তিনিই সোস্যুরের চিহ্ন-বিষয়ক তত্ত্বের আলোকে টেক্সট ও পোশাকসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চের চিহ্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি সোস্যুর প্রভাবিত তাঁর এই চিহ্নতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যেই তিনি মিথের কাঠামোর প্রায়োগার্থিক পুনর্নির্মাণও করেছেন। এ উদ্দেশে রলাঁ বার্থ চিহ্নের অর্থের পারস্পরিক ক্রিয়ার ধারণার ওপর একটি সুসংগঠিত মডেল উপস্থাপন করেন যা দ্বি-ক্রমিক চিহ্নায়ন (two orders of signification) নামে পরিচিত। তাঁর এ তাত্ত্বিক মিথ-কাঠামোটি মূলত দুটো পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে আলোচিত হয়, যথা: চিহ্নায়নের প্রথম ক্রম (first order of signification) এবং চিহ্নায়নের দ্বিতীয় ক্রম (second order of signification)। রলাঁ বার্থ তাঁর চিহ্নায়ন-তত্ত্বটি নিম্নোক্ত মিথ-কাঠামো বা মডেলের সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন।

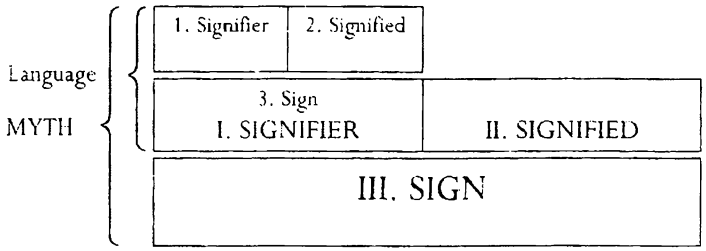

চিত্র ৪: রলাঁ বার্থের প্রকল্পিত ভাষা ও মিথের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার কাঠামো
(উৎস: Barthes, 1972: 115)

৩.২ প্রাথমিক ও প্রাগ্রসর চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া ও মিথ

৪ সংখ্যক চিত্রে আমরা ভাষা সংগঠন, যথা- শব্দ-চিহ্নের যেমন একটি চিহ্ন-বিষয়ক কাঠামোরূপ দেখতে পাই, মিথের ক্ষেত্রেও তা ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ রলাঁ বার্থ এতে মিথেরও একটি চিহ্নতাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করেছেন যাকে মিথের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করা যায়। বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট করে বললে এরকম দাঁড়ায় যে, একটি ভাষিক গোষ্ঠীতে কোন ভাষা সংগঠন, যথা- শব্দ বা বিভিন্ন বাক্যগত উপাদানের

অর্থবোধের প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া (first-order of signification) হিসেবেই ব্যাখ্যাযোগ্য। আর এই প্রাথমিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি যখন কোনো নতুন ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে আরেকটি অধিকতর প্রাগ্রসর চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া (second-order of signification) তৈরি করে, তখন তা মিথের চিহ্নায়ন কাঠামো রূপে উন্নীত হয়। ওপরে বর্ণিত রলাঁ বার্থের চিহ্নায়নের এই দ্বি-ক্রমিক চিত্রে লক্ষণীয় যে, একটি ভাষার ভাষা-সংগঠন, যথা- শব্দ বা বাক্যগত উপাদান এর দুটি উপ-কাঠামো, যেমন- ভাষিক-দ্যোতক (signifier) ও ভাষিক-দ্যোতিত (signified) সহযোগে প্রাথমিক ভাষিক-চিহ্ন (sign) তৈরি করলেও পরবর্তী মিথ-চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় এটি একটি মিথ-দ্যোতক (SIGNIFIER) ব্যতীত আর কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে রলাঁ বাথ বলেন,

> In myth, we find again the tri-dimensional pattern which I have just described: the signifier, the signified and the sign. But myth is a peculiar system, in that it is constructed from a semiological chain which existed before it: it is a *second-order semiological system.* That which is a sign (namely the associative total of a concept and image) in the first system, becomes mere a signifier in the second. (Barthes, 1972: 114)

অর্থাৎ একটি ভাষিক সমাজে প্রতিনিয়ত যেসব নতুন মিথ-চিহ্ন বা 'বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সমকালীন উক্তিমালা বা ঘটনাপ্রবাহের' নতুন নতুন অর্থময়তা তৈরি হচ্ছে, ঐ মিথ-কাঠামোতে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ক্রমের (first-order of signification) এই ভাষিকচিহ্নগুলো (sign) নতুন করে মিথ-দ্যোতক (SIGNIFIER) রূপে পরিচিত হয়। আবার এই মিথ-দ্যোতকগুলো সমাজে প্রচলিত এক একটি ব্যক্তি বা আদর্শ আরোপিত বা মন্ময় অর্থবোধ অথবা মিথ-দ্যোতিতকে (SIGNIFIED) ধারণ করে মিথ-কাঠামোতে আরেকটি অধিকতর ব্যাখ্যাযোগ্য চিহ্নে পরিণত হচ্ছে। এভাবে পরিণতিতে এরা অর্জন করে একটি অধিকতর অগ্রসর বা দ্বিতীয় চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া (second order of signification)। রলাঁ বার্থ তাঁর এই দ্বি-ক্রমিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একাধারে প্রচলিত ভাষিক চিহ্নের সম্প্রসারিত অর্থকাঠামোকে যেমন রূপদান করেছেন, তেমনি সমাজের এই সম্প্রসারিত মন্ময় অর্থবোধযুক্ত উক্তিমালা বা ঘটনাপ্রবাহকে মিথরূপে অভিহিত করে মিথচেতনার একটি নতুন বাগার্থায়ন তৈরিসহ এর অন্তর্কাঠামোর স্বরূপকেও উন্মোচিত করেছেন। ফিস্কের (Fiske, 1990) ভাষ্য অনুযায়ী রলাঁ বার্থ মিথকে একটি ভাষিকগোষ্ঠীতে প্রচলিত কোনো বস্তু বা ভাবনাকে চিন্তা করার সাংস্কৃতিক

উপায় এবং সে বস্তু বা ভাবনাকে ধারণায়ণ ও উপলব্ধি করার পন্থা হিসেবে দেখেছেন; যেমনটি ফিস্ক বলেন, A myth, for Barthes, is a culture's way of thinking about something, a way of conceptualizing or understanding it (পৃ. ৮৮)। চান্ডলারও (Chandler, 2002) ফিস্কের মতোই বলেছেন যে, রলাঁ বার্থ আমাদের সময়ের প্রাধান্যবাদী আদর্শিকতাকেই মিথ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৩.৩ মিথ কাঠামোর ভাষিক চিহ্ন

রলাঁ বার্থের প্রস্তাবনা অনুসারে, ভাষিক-চিহ্নায়ন ও মিথ-চিহ্নায়ন উভয়ই যেহেতু একই বৃহত্তর কাঠামোর অংশ, তাই এই দুই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান তা সহজেই অনুমেয়। এই সম্পর্কের সূত্র ধরে বলা যায় যে, ভাষিক-চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় যেকোন ভাষিক উপাদান একটি ভাষিক-দ্যোতক ও ভাষিক-দ্যোতিতকে ধারণ করে কোনো ভাষিক-চিহ্নকে নির্দেশ করলেও মিথ-চিহ্নায়নে এই ভাষিক চিহ্নটি নতুন করে মিথ-দ্যোতক রূপে পরিচয় লাভ করে। অর্থাৎ একটি ভাষিক চিহ্নকে ভাষিক-চিহ্নায়ন বা প্রাথমিক চিহ্নায়ন এবং মিথ-চিহ্নায়ন বা অগ্রসর চিহ্নায়ন এই দুই প্রক্রিয়াতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বস্তুত রলাঁ বার্থের ভাষিক-চিহ্নায়ন ও মিথ-চিহ্নায়নের এই মেলবন্ধন বা মিথক্রিয়াকে একটি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করে এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত বাঙালি জীবনের অনিবার্য ও মহান ঘটনাপ্রবাহ 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' বাক্যপদটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, এটি একটি ভাষিক-চিহ্ন, কেননা এই বাক্যপদটি একটি অর্থময়তাকে নির্দেশ করে যেটি বাঙালি সমাজে সবার কাছেই বোধগম্য। তাই প্রথমেই এই বাক্যটিকে রলাঁ বার্থের ভাষিক-চিহ্নায়ন বা প্রাথমিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাক। এই প্রক্রিয়ায় উপরিউক্ত বাক্যটির ভাষিক-দ্যোতক হচ্ছে এর বাহ্যিক কাঠামেটি, যথা- 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)'। অন্যদিকে, এই বাক্যচিহ্নের ভাষিক-দ্যোতিতটি হলো 'বাঙালির স্বাধীনতা লাভের ঘটনাপবাহ ও যুদ্ধ' ধারণাটি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রলাঁ বার্থের প্রাথমিক চিহ্নায়ন অনুসারে এই বাক্যের তিনটি উপাদান আছে, প্রথমেই এর দুটি অংশ যথা- ভাষিক-দ্যোতক (signifier) ও ভাষিক-দ্যোতিত (signified) যারা একত্রে আবার এর একটি ভাষিক-চিহ্নকেও (sign) নির্দেশ করছে। কিন্তু রলাঁ বার্থের উল্লেখিত দ্বি-ক্রমিক মডেল অনুসারে *(দ্রষ্টব্য চিত্র-৪)* এই ভাষিক-চিহ্নটি আবার মিথ-চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ারও এক অপরিহার্য অংশ রূপে বিবেচিত। আর যখনই এটি মিথ-চিহ্নায়নে অঙ্গীভূত হয়, তখনই দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট এই প্রক্রিয়ার প্রথম কক্ষে এটি একটি পূর্ণ ভাষিক-চিহ্ন হিসেবে অভিধাপ্রাপ্ত হয়েও মিথ-দ্যোতকে রূপান্তরিত

হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যেকোন ভাষিক-চিহ্নই মিথ-চিহ্নায়ন কাঠামোতে দ্বৈতসত্তা, যথা-ক) ভাষিক-চিহ্ন ও খ) মিথ-দ্যোতক রূপে আবির্ভূত হয়। রলাঁ বার্থ মিথ-চিহ্নায়নে ভাষিক-চিহ্নের এই দ্বৈত ভূমিকাকে আরও নতুন পরিচয়ে সুচিহ্নিত করার পাশাপাশি এর সম্প্রসারিত অর্থ ও রূপের ভূমিকাকে উন্মোচিত করেছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মিথ-চিহ্নায়নের অংশ রূপে ভাষিক-চিহ্নটি অর্থ (meaning) বা বক্তব্য ও মিথ-দ্যোতকটি আঙ্গিক বা রূপ (form) হিসেবে মূর্ত হয়ে ওঠে (Barthes, 1972)। এ বিষয়ে রলাঁ বার্থ বলেন–

> We therefore need two names. On the plane of language, that is, as the final term of the first system, I shall call the signifier: *meaning*...; on the plane of myth, I shall call it: *form*. (Barthes, 1972: 117)

বার্থের ওপরের উদ্ধৃতি এই বক্তব্য প্রতিপন্ন করছে যে, মিথ-চিহ্নায়নে যেটি ভাষিক-চিহ্ন হিসেবে পরিচিত সেটি আসলে ভাষিক-চিহ্নায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসারিত, তাই অর্থময়তার ইঙ্গিতবাহী, কিন্তু মিথ-চিহ্নায়নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এটি মূলত আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে। এই বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য পুনরায় ওপরের বাক্যপদ 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' কে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভাষিক চিহ্ন হিসেবে এই বাক্যপদটি রলাঁ বার্থের দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট মিথ-চিহ্নায়ন কাঠামোর প্রথম কক্ষে অবস্থিত হলেও এটি মূলত ভাষিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ভাষিক-দ্যোতক ও ভাষিক-দ্যোতকের মিলিত ফল। ফলে এই ভাষিক-চিহ্নটি অর্থময়তার আকর হিসেবে রসে টই-টম্বুর হয়ে এক বাগার্থ-ফল (semantic-fruit) হয়ে ওঠে। অর্থাৎ 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' ভাষা-চিহ্নটি দেখে বা শুনে আমরা এর অন্তর্গত অর্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি, খুঁজে নেই বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তির ভেতরগত ক্ষেত্রকে। এভাবে এটি স্বাধীনতার জন্য বাঙালির যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের নানা অর্থের পরম্পরা, চিত্রকল্প, স্মৃতিময়তা, ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণকে ধারণ করে হয়ে ওঠে বাঙালির এক অর্থ-সমৃদ্ধ মিথ-উপ-কাঠামো। বিষয়টিকে আরও ব্যক্তিগত অর্থময়তার দিক থেকে দেখলে বলা যায়, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিমাত্রই এই ভাষিক-চিহ্ন থেকে যুদ্ধের স্মৃতিময় রূপ, রস, গন্ধকে অবলোকন করতে পারেন, কেননা বার্থ নিজেই বলেছেন, '(a)s meaning, the signifier already postulates a reading, I grasp it through my eyes, it has a sensory reality...there is a richness on it' (পৃ. ১১৭)। এভাবে, মিথ-চিহ্নায়ন কাঠামোর অংশ রূপে এই ভাষিক-চিহ্নটি অর্থময়তার স্মারক হিসেবে

ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্মৃতি, ঘটনাপ্রবাহ ইত্যাদিকে ধারণ করে রূপময়, গন্ধময় ও স্পর্শময় হয়ে ওঠে।

৩.৪ ভাষিক চিহ্ন যখন মিথ-দ্যোতক

রলাঁ বার্থের ভাষ্য মোতাবেক কোনো ভাষিক চিহ্ন যখন মিথ-দ্যোতক হিসেবে চিহ্নিত হয়, তখন প্রাথমিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া থেকে প্রাগ্রসর চিহ্নায়নে এর উত্তরণ ঘটে, যদিও মিথ-চিহ্নায়ন কাঠামোতে এরা অভিন্ন কক্ষেই অবস্থান করে। এই বিষয়টি বিশ্লেষণকল্পে আমরা ওপরের 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' বাক্যপদটিকে মিথ-দ্যোতক হিসেবে দেখতে পারি। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রলাঁ বার্থ মিথ-দ্যোতককে রূপ বা আঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। অর্থাৎ একটি ভাষিক-চিহ্নই মিথ-চিহ্নায়ন কাঠামোতে মিথ-দ্যোতক হিসেবে কোনো প্রচল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা বা ঘটনাপ্রবাহের শুধু আঙ্গিকতাকে সূচিত করে। এই বিবেচনায় 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' বাক্যপদটি যখন শুধু 'আঙ্গিক' রূপে পরিচয় লাভ করে, তখন এটি ভাষিক-চিহ্ন হিসেবে অর্থময়তার সকল বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিছকই একটি ভাষিক খণ্ডে পরিণত হয়। অর্থাৎ এটি তখন শুধু একটি ঘটনাপ্রবাহ বা গল্পময়তার পরিচয় সূচক ভাষিক-কাঠামোতে পর্যবসিত হয়। কারণ, রলাঁ বার্থের মতে, বাক্যপদটি এ অবস্থায় তার ভাষিক-চিহ্নের আরোপিত অর্থ বাদ দিয়ে অর্থহীন নির্জীবতায় পরিণত হয়, এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গ বাষ্পীভূত হয়ে এটি শুধু রূপ, গন্ধ ও রস বিরহিত ও অর্থহীন ভাষিক খণ্ডে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বলতে গেলে, যখন বাংলাদেশের কোন বাঙালি ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহকে গুরুত্বারোপ ব্যতিরেকে এটিকে বর্ণনা করে, বা অন্যকোনো বিদেশি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর অবহিত না হয়ে শুধু একটি ভাষিক রূপ হিসেবে উপরিউক্ত বাক্যপদটিকে উচ্চারণ করে, তখন সেটি ১৯৭১ সালের বৃহত্তর ঘটনাপ্রবাহের স্মারক রূপে মিথ চিহ্নায়ন কাঠামোর একটি ভাষিক কাঠামো হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ তখন এই বাক্যপদটির অর্থ থেকে আঙ্গিকে অবনমন ঘটে, এবং পরিণতিতে এটি অর্থময় ভাষিক-চিহ্ন থেকে সাধারণ মিথ-কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়। কারণ তখন সে আর বাংলা ভাষার ভাষিক চিহ্নায়নের অংশ নয়, বরং এটি তখন মিথ নামক একটি অধি-ভাষার শুধুই একটি মিথ-দ্যোতক। তবে রলাঁ বার্থ এটিও বলেছেন যে, মিথ-চিহ্নায়নে বক্তব্য বা অর্থ (ভাষিক-চিহ্ন) ও আঙ্গিক (মিথ-দ্যোতক) যেহেতু একই কক্ষে অবস্থান করে, বা ভাষিক চিহ্নকে এই প্রক্রিয়ায় মিথ-দ্যোতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তাই মিথ-দ্যোতকটি ভাষিক-চিহ্নের যাবতীয় অর্থময়তাকে বাদ দিয়ে নিছক কাঠামোতে রূপান্তরিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এতে

অর্থহীনতার স্থায়ী কোন বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয় না। অর্থময়তা থেকে এর বিচ্যুতি খুবই আপাত, অস্থায়ী ও আকস্মিক। কেননা, এই মিথ-কাঠামোর দূর-গভীরেই লুকিয়ে আছে অমিত অর্থ-রস, যেহেতু ভাষিক চিহ্নায়নের অংশ রূপে ভাষিক-চিহ্ন হিসেবে পূর্বেই সে অর্থ বা সুনির্দিষ্ট বক্তব্যকে ধারণ করে আছে। তাই মিথ-দ্যোতকের এই অর্থ-মৃত্যু এক ধরনের সাময়িক বিচ্ছেদ, যা যেকোনো মুহূর্তে পুনরুজ্জীবন লাভ করতে পারে। সর্বোপরি, একটি মিথ-দ্যোতকের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বাগার্থিক সম্ভাবনা যা আমরা মিথ কাঠামোর অপর একটি রূপ মিথ-দ্যোতিত থেকে উদ্ধার করতে পারি।। উদাহরণস্বরূপ, উল্লেখিত 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' বাক্যপদটিকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ প্রয়োগে নিছক বাক্যখণ্ড হিসেবে উচ্চারণ করলেও গভীর অভিনিবেশে সহযোগে এতে খুঁজে পেতে পারি অর্থ ও তাৎপর্যময়তার এক অন্তহীন সাগরকে। রলাঁ বার্থ বলেন-

> ...the form must constantly be able to be rooted again in the meaning and to get there what nature it needs for its nutriment; above all, it must be able to hide there. It is the constant game of hide-and-seek between the meaning and the form which defines myth. (Barthes, 1972: 118)

ওপরের উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত বক্তব্য (অর্থ) ও আঙ্গিকের মধ্যে তাৎপর্যময়তা ও তাৎপর্যহীনতার মধ্যে এই যে বিরামহীন লুকোচুরি খেলা, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই লুকোচুরির খেলাটিই মিথের প্রাণভোমরা তৈরি করে। নিচের আলোচনায় বিষয়টিকে আরও অর্থবহ করে তোলা হয়েছে।

৩.৫ মিথ-কাঠামোর মিথ-দ্যোতিত

বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে বাসকারী মানুষেরা 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' নিয়ে এক ধরনের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা ও বাস্তবতা লালন করে। কেননা, এদেশের স্বল্পসংখ্যক মানুষের কাছে এটি শুধু স্বাধীনতার যুদ্ধ-সময়ের মহত্তম মিথ-কাণ্ডের তাৎপর্যহীন ভাষিক কাঠামো হলেও স্বাধীনতার পক্ষশক্তি সিংহভাগ জনগোষ্ঠী এর মধ্যেই খুঁজে পায় মুক্তির বিরাট তৎপর্য ও শক্তিকে। আবার মুক্তিযুদ্ধের মহান যুদ্ধ ও সংগ্রামকে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যার প্রেরণা নিয়ে আগমণকারী বিদেশি গবেষক ও শিক্ষার্থী যখন এর ভেতরগত রূপকে অন্বেষণ করে, তখন তারা এই বাক্যপদটির মধ্যেই লাভ করে বাঙালির মুক্তির মর্মবাণীকে এবং এই মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁদের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের দীর্ঘস্থায়ী আলেখ্যকে। কেননা, এটি আমাদের কাছে অনিঃশেষ বেদনার স্মারক হলেও

পরিণতিতে বাঙালির মুক্তির বাণীকে ধারণ করে। অন্যদিকে, জ্ঞান-অন্বেষণকারী মুষ্টিমেয়দের কেউ কেউ অবশ্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্যকে অস্বীকার করে এক নিছকই করে তোলে এক অর্থহীন ভাষিকখণ্ডে। 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' সম্পর্কে ওপরে বিধৃত মানুষের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও উপলব্ধিকেন্দ্রিক মূল্যায়নকে মিথ-দ্যোতিতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

চিত্র ৫ : রলাঁ বার্থ ব্যাখ্যাত পত্রিকার সেই বিখ্যাত প্রচ্ছদ যেটি তাঁর মিথতত্ত্ব ব্যাখ্যায় বারবার ব্যবহৃত হয়েছে (উৎস: Google Image)

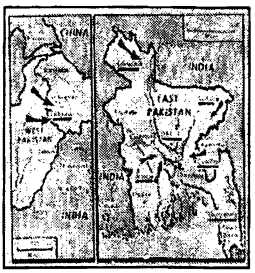

চিত্র ৬ : 'উনিশশো'-একাত্তর (১৯৭১)'-এর মিথ- দ্যোতক-১: পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মানচিত্র (উৎস: Google Image)

রলাঁ বার্থের মিথ-চিহ্নায়ন কাঠামোর দ্বিতীয় কক্ষে অন্তর্ভুক্ত মিথ-দ্যোতিত মূলত এর মিথ-দ্যোতকের অন্তর্নিহিত ধারণাকে রূপায়িত করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একটি মিথ-সত্তার মিথ-দ্যোতক সম্পর্কে মানুষের অন্তর্গত সত্তায়, তার চেতনাপ্রবাহ রীতিতে যা আন্দোলিত হয় এবং ক্রমাগত বদ্ধুদের মতো জেগে থাকে, তা-ই মিথ-দ্যোতিত। এ কারণে রলাঁ বার্থ একে মিথ-দ্যোতকের মনোরূপ বা ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। আসলে মিথ-দ্যোতিত অনেক বেশি ব্যাখ্যাযোগ্য ও অসংখ্য ধারণা-পরম্পরার সমষ্টি। এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য রলাঁ বার্থ (১৯৭২) তাঁর আলোচনায় যে ঐতিহাসিক উদাহরণের অবতারণা করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বার্থ মিথের চিহ্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে *Paris Match* পত্রিকার প্রচ্ছদে যে বিখ্যাত **'ফরাসি সৈনিকের পোশাক পরিহিত এক নিগ্রো কিশোরের ছবি'** *(দেখুন চিত্র-৫)* ছাপা হয় তাকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেন। মিথ-দ্যোতিতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই ছবি বিষয়ে বার্থ বলেন যে, মিথ-দ্যোতক বা মিথের আঙ্গিক হিসেবে এই ছবিটি অনেক বেশি অগভীর, বিচ্ছিন্ন ও নির্জীব মনে হলেও মিথ-দ্যোতিত বা মিথের ধারণা হিসেবে এটি অসংখ্য পারস্পরিক ঘটনাপ্রবাহ, যথা– ফরাসি সাম্রাজ্য, আফ্রিকাতে এর বিস্তার,

সাম্রাজ্যের প্রতি প্রজাদের আনুগত্য ইত্যাদি অনেক কিছুই ইঙ্গিত করে, যদিও আফ্রিকানদের কাছে ফরাসি সাম্রাজ্য বিপরীতধর্মী ও নেতিবাচক মিথ ভাবনাকে সূচিত করে । তাই মিথ-দ্যোতিত মিথ সম্পর্কিত ব্যক্তির ধারণা হলেও এর আরও অনেকগুলো মাত্রা আছে। তবে কোনোভাবেই তা নির্ভেজাল ধারণা নয়। ভাষা-দ্যোতিতের সাথে মিথ-দ্যোতিতের পার্থক্য হল যে, যেকোনো ভাষা-দ্যোতিত সব মানুষের কাছে প্রায় অভিন্ন হলেও মিথ-দ্যোতিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন পারে। কারণ এর অন্তর্নিহিত ধারণার সাথে যুক্ত হয় ব্যক্তির মন্ময়তা, নিজস্ব আদর্শ, আবেগ, কল্পনা, দলগত মতাদর্শ ও ভাবাদর্শ ইত্যাদি। এভাবে মিথ-দ্যোতিতের সাথে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা সমন্বিত হয়ে মিথের নতুন নির্মাণ ঘটে। ফলে অনেক সময় একটি মিথের প্রকৃত সত্যের আড়ালে আপাত নতুন সত্য জন্মলাভ করে। রলাঁ বার্থ (Barthes, 1972) বলেন,

> The concept reconstitutes a chain of causes and effects, motives and intentions. Unlike the form, the concept is no way abstract: it is filled with situation. Through the concept, it is a whole new history which is implanted in the myth. (Barthes, 1972: 119)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মিথের ধারণা যা মিথ-দ্যোতিত নামে পরিচিত, তাতে মানুষের ব্যক্তিগত বা কোনো মতাদর্শগত গোষ্ঠির আদর্শগত ভাবনা, অভিপ্রায়, অভিরুচি যুক্ত হয়ে অনেকগুলো কার্যকারণ সম্পৃক্ত হয় এবং প্রোথিত হয় নতুন এক ইতিহাস-চেতনা। এভাবে মিথে ইতিহাসেরও নতুন বিন্যাস সূচিত হয়। তাই একই সমতলে ১৯৭১ সালে ঘটে যাওয়া বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম দেশের সিংহভাগ মানুষের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের অনন্য ঘটনাপ্রবাহ হলেও আদর্শিক ভিন্নতা ও দ্বন্দ্বের কারণে তা মুষ্টিমেয় কারো কাছে হয়ে ওঠে রাষ্ট্র-বিভক্তির গৃহযুদ্ধ। আমাদের সিংহভাগ বাঙালির কাছে 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)' যে ইতিবাচক ইতিহাসের নির্মাণ হিসেবে ধরা দেয়, তা স্বাধীনতা বিরোধীদের কাছে গ্লানি ও যন্ত্রণার এক ভিন্ন ইতিবোধের স্বাক্ষী হয়ে বেঁচে থাকে। এভাবে একটি অভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ বিষয়ে দুই ভিন্ন আদর্শবাদী মানুষের কাছে দুই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসবোধ নির্মিত হওয়ায় তা কালক্রমে তাঁদের কাছে সত্য ও স্থায়ী বলে প্রতিপন্ন হয় এবং ক্রমশ বিশ্বাসযোগ্য ও আত্মস্থ (naturalized) হয়ে ওঠে। বার্থের মতে, যেকোনো ঘটনাপ্রবাহে মানুষের এই ধরনের আত্মস্থ হয়ে যাওয়াও মিথের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।

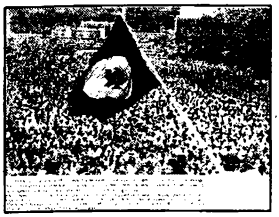

চিত্র ৭ : 'উনিশশো'-একাত্তর (১৯৭১)'-এর মিথ- দ্যোতক-২: ১৫ ফেব্রুয়ারি জয়বাংলা বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার দেয় এক নতুন পতাকা তুলে (উৎস: Google Image)

চিত্র ৮ : 'উনিশশো'-একাত্তর (১৯৭১)'-এর মিথ- দ্যোতক-৩: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ (উৎস: Google Image)

সমাজে মিথ-দ্যোতক ও মিথ-দ্যোতিতের আনপাতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে রলাঁ বার্থ (১৯৭২) বলেন যে, একটি মিথ-দ্যোতিতের অনেকগুলো মিথ-দ্যোতক থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বার্থ বলেন, জনসাধারণের কাছে ফরাসি সাম্রাজ্যের একটি মিথ তথা মিথ-দ্যোতিত বা ধারণা থাকলেও এর হাজারটি মিথ-দ্যোতক বা আঙ্গিক অথবা ছবি পাওয়া যেতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে, বাঙালি জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা ও মুক্তির স্মারক হিসেবে মূলত 'উনিশশো-একাত্তর (১৯৭১)'র একটি মিথ-দ্যোতিত থাকলেও এর হাজারো রকম বা ধরনের মিথ-দ্যোতক বা ছবির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় *(দেখুন চিত্র ৬ থেকে ১২)*। বাস্তবে মিথ-দ্যোতকের এই সংখ্যাধিক্যের কারণে বার্থ বলেন, মিথ-দ্যোতিত বা মিথের ধারণাটি মিথ-দ্যোতকের তুলনায় হীনতর (poorer)। এরই প্রাসঙ্গিকতায় রলাঁ বার্থ তাঁর উদ্ধৃত **'ফরাসি সৈনিকের পোশাক পরিহিত এক নিগ্রো কিশোরের ছবি'**র মিথ-দ্যোতক ও মিথ-দ্যোতিতের সম্পর্ক বিষয়ে বলেন,

> A signified can have several signifiers...It is also the case in the mythical concept: it has at its disposal an unlimited mass of signifiers:...I can find a thousand images which signify to me French imperiality. This means that *quantitively*, the concept is much poorer than the signifier, it often does nothing but re-present itself. Poverty and richness are in reverse proportion in the form and the concept: to the qualitative poverty of the form, which is the repository of a rarefied meaning, there corresponds the richness of the concept which is open to the whole of history. (Barthes, 1972: 120)

আমার দেখতে পাচ্ছি, ওপরের উদ্ধৃতিতে তিনি এ প্রসঙ্গে এ সিদ্ধান্তও প্রদান করছেন যে, আঙ্গিক ও ধারণার যথাক্রমে এই সংখ্যাধিক্য ও স্বল্পাধিক্যের বিষয়টি কখনও কখনও বিপরীতক্রমেও গণনাযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ মিথ-দ্যোতিতের সংখ্যাধিক্যও কখনও লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে। মূলত মিথ-দ্যোতক ও মিথ-দ্যোতিতের এই কম-বেশি হওয়ার ব্যাপারটি মিথের বিভিন্নধর্মী রূপায়ণকেই নির্দেশ করে। ফলে কখনও একটি মিথের মিথ-দ্যোতকের গুণগত স্বল্প-দৃশ্যময়তা একদিকে যেমন এর অর্থের সূক্ষ্মতাকে সুনিশ্চিত করে অর্থাৎ এটি বেশি করে অর্থবানও হয়ে ওঠে, তেমনি এটি ইতিহাসে মিথের ধারণাগত সমৃদ্ধিরও সূচক। অন্যদিকে, কখনও মিথের আঙ্গিকগত প্রাচুর্য্যের কারণেই তার ধারণা বা অর্থ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ বা কৌতূহল কমে যেতে পারে। কেননা এর পুনঃপুন দৃশ্যমানতা মানুষকে এ বিষয়ে অর্থময়তা ব্যতিরেকেই এক ধরনের পরিতৃপ্তি এনে দিতে পারে। এভাবে মিথের বিভিন্ন ধরনের অর্থময়তা ও আঙ্গিকতার মাধ্যমে এর যে পুনঃপুন রূপায়ণ ঘটেছে, সে কারণেই যেকোনো মিথের অন্তর্গত সত্য উন্মোচনের ব্যাপারটিকে আকর্ষণীয় ও মহার্ঘ্য করে তুলেছে মিথ-তাত্ত্বিকদের কাছে।

চিত্র ৯ : 'উনিশশো'-একাত্তর (১৯৭১)'-এর মিথ- দ্যোতক-৪: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে চারু ও কারু শিল্পী সংগ্রাম পরিষদের মিছিল (উৎস: Google Image)

চিত্র ১০ : 'উনিশশো'-একাত্তর (১৯৭১)-এর মিথ-দ্যোতক-৫: দেশত্যাগী শরনার্থী (উৎস: Google Image)

চিত্র ১১: 'উনিশশো'-একাত্তর (১৯৭১)'-এর মিথ- দ্যোতক-৬: বীর মুক্তিযোদ্ধা (উৎস: Google Image)

চিত্র ১২: 'উনিশশো'-একাত্তর (১৯৭১)'-এর মিথ- দ্যোতক-৭: স্বাধীনতার পতাকা হাতে বীর-বাঙালি জনতা (উৎস: Google Image)

৩.৬ মিথের চিহ্নায়ন : ধারণা ও আঙ্গিকের দ্বন্দ্বময়তা

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, মিথ কাঠামোর ভাষিক-চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ এর প্রাথমিক চিহ্নায়নে একটি ভাষিক-দ্যোতক ও একটি ভাষিক-দ্যোতিত মিলে পূর্ণ ভাষিক-চিহ্ন তৈরি হয়। আর এভাবেই একটি ভাষিক উপাদান তার ব্যবহারকারীদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। ঠিক একই ধরনের একটি প্রক্রিয়া মিথ কাঠামোর প্রাগ্রসর চিহ্নায়ন বা মিথ-চিহ্নায়নেও সঙ্ঘটিত হয়। অর্থাৎ যেকোনো সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের অর্থময়তা বা বক্তব্য ও আঙ্গিককে ধারণকারী একটি মিথ-দ্যোতক ও তার ধারণা নির্দেশক একটি মিথ-দ্যোতিত মিলে যে চিহ্নায়ন ঘটে সেটি হলো ঐ ঘটনাপ্রবাহের একটি পরিপূর্ণ ঘটনাভাষ্য বা স্বয়ং মিথ। এই প্রক্রিয়াকে রলাঁ বার্থ বলেন,

> I have called it: the signification. We can see that the signification is the myth itself, just as the Saussurean sign is the word (or more accurately the concrete unit). (Barthes, 1972: 121)

তবে একটি মিথ-চিহ্নায়নের অন্তর্গত মিথ-দ্যোতক ও মিথ-দ্যোতিতের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়, সে সম্পর্কের সূত্রটি কিন্তু কোনো সরল রৈখিক ঘটনা বা নিস্তরঙ্গ ব্যাপার নয়, বরং এই সম্পর্ক-সূত্রে সর্বদা কার্যকর থাকে মিথ-দ্যোতিত বা মিথের ধারণা কর্তৃক এরই মিথ-দ্যোতক বা বক্তব্যের ভাঙচুর অথবা প্রতি-আঙ্গিক তৈরির মাধ্যমে। অর্থাৎ একটি প্রচলিত মিথ বিষয়ে মানুষ আপাত অর্থে যে ধারণা পোষণ করে যদি কারও ব্যক্তিগত দর্শন, আদর্শিক অবস্থান বা দলীয় মতাদর্শের কারণে সে ধারণার পরিবর্তন ঘটে, তখনই সে মিথে নতুন ব্যাখ্যাভাষ্য তৈরি হয়। এক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ মিথের যে রূপান্তর সাধিত হয় সেটি হচ্ছে ঐ মিথের পরিবর্তিত ধারণার প্রভাবে তার মিথ-দ্যোতক বা বক্তব্যের নতুন ব্যাখ্যা তৈরি হওয়া বা একটি নি-আঙ্গিকতা (deformation) ঘটে যাওয়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যেকোন মিথের প্রচলিত আঙ্গিক বা বক্তব্যের উপর ঐ মিথের ধারণার একটি দৃশ্যগত প্রতিপত্তি বা প্রভাব বিদ্যমান। ফলে মিথের ধারণার এই দৃশ্যমান প্রভাবে মূলত প্রতিটি মিথেই মিথ-দ্যোতকের বক্তব্যের পরিবর্তন দ্বারা নতুন বক্তব্য তৈরি হয়। কেননা আমার পূববর্তী আলোচনায় এই ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়েছি যে, একটি মিথ-দ্যোতক ঐ মিথের আঙ্গিক রূপে পরিচিত হলেও এতে সংগুপ্ত থাকে একটি ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ বা প্রচলিত বক্তব্য। রলাঁ বার্থ নিজে যেমনটি করে বলেন-

> ...in myth the meaning is distorted by the concept. Of course, this distortion is possible only the form of the myth is already constituted by a linguistic meaning. (Barthes, 1972: 122)

এভাবে প্রতিটি মিথেই তার মিথ-দ্যোতক বা আঙ্গিকের উপর ধারণা বা মিথ-দ্যোতিতের ক্রমাগত প্রাধান্য বা দ্বন্দ্বময়তা বর্তমান থাকে। এ কারণেই মিথের নতুন অর্থ বা বক্তব্য সৃজন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ফলে প্রতিটি ভাষিক সমাজেই মিথ হচ্ছে ক্রমাগত সৃজনশীল উক্তিমালা, যা কোনো ঘটনাপ্রবাহের আঙ্গিকগত প্রতিনিধিত্বকারী ভাষিক-চিহ্নের প্রতিনিয়ত নতুন অর্থের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে থাকে। তাই ওয়েল্‌সের (Welch, 1973) মতে, 'রলাঁ বার্থের মিথ হচ্ছে সেই ঘটনাপ্রবাহ যার অর্থময়তা বিদ্যমান এবং যেটি এর অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যাভাষ্যকে বিচ্ছুরিত করতে পারে' (পৃ. ৫৬৩)।

রলাঁ বার্থের মিথের ব্যাখ্যা বিষয়ক উপরিউক্ত মিথ-কাঠামোটিকে অন্য সমালোচকরা কীভাবে দেখেছেন বা রূপায়ণ করেছেন তা এখন বিবেচনায় আনা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, হালের অন্যতম যোগাযোগ তাত্ত্বিক ফিস্ক (Fiske, 1990) রলাঁ বার্থের মিথের এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও পাঠকের জন্য বোধযোগ্য করে তা নিচের চিত্রে তুলে ধরেছেন।

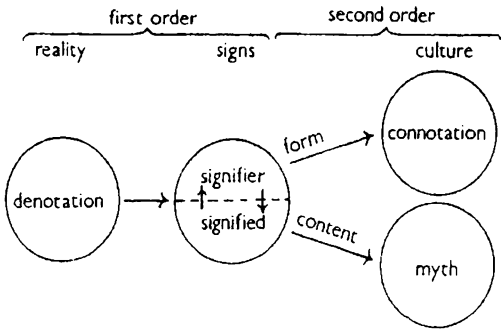

চিত্র ১৩: ফিস্ক উপস্থাপিত বার্থের ভাষিক ও মিথ কাঠামো (উৎস: Fiske, 1990: 88)

ফিস্কের উপস্থাপিত ১৩ সংখ্যক চিত্রে লক্ষ করা যায়, বার্থ মূলত বাহ্যিক জগতের সাথে বিভিন্ন চিহ্ন-কাঠামো কীভাবে সম্পর্কিত হয় তা তুলে ধরেছেন। তিনি চিহ্নায়নের প্রথম ক্রমকে অর্থাৎ ভাষিক চিহ্নায়নকে প্রাথমিক অর্থ (denotation) বলে অভিহিত করেছেন। মুলত এটি যেকোনো বস্তুনিষ্ট উপাদানের অর্থগত ব্যাখ্যা-কাঠামো। অর্থাৎ কোন বস্তুর বাহ্যিক অবয়ব দেখে আমাদের মনে যে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি হয়, তা-ই

প্রাথমিক বা আভিধানিক অর্থ। চিহ্নের এই আভিধানিক অর্থের দুটো উপাদান হচ্ছে এই প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখিত ভাষা-দ্যোতক (signifier) ও ভাষা-দ্যোতিত (signified)। আবার প্রত্যেকটি ভাষা-চিহ্নের (sign) অন্তর্গত ভাষা-দ্যোতকের (signifier) অর্থের দ্বিতীয় ক্রম হলো গূঢ়ার্থ (connotation), আর তার ভাষা-দ্যোতিতের (signifier) অর্থময়তার দ্বিতীয় ক্রম হলো মিথ (myth)। ফিস্কের ওপরের ১৩ চিত্র অনুসারে বলা যায় যে, রলাঁ বার্থ সমাজে প্রচলিত মিথ-চিহ্নের একটি নতুন রূপ-পরিক্রমা নির্মাণ করেছেন যেটি মূলত একটি ভাষা-সমাজের বিভিন্ন ভাষাচিহ্নের আদর্শায়িত বা আরোপিত অর্থবোধ সহযোগে যে ঘটনা পরম্পরা নির্মিত হয় তারই রূপান্তর।

ফিস্ক (Fiske, 1990) উপস্থাপিত বার্থের মিথ-কাঠামো প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মূলত প্রাথমিক অর্থের ভাষা-চিহ্নভুক্ত ভাষা-দ্যোতকের সাথে ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি যুক্ত হলে তার গূঢ়ার্থ (connotation) তৈরি হয়। আর এরই অপর সদস্য ভাষা-দ্যোতিতের (signified) সাথে সামাজিক বা দলগত চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তি বা পারিবারিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য প্রভৃতি যুক্ত হয়ে তৈরি হয় মিথ। প্রসঙ্গত এখানে সামাজিক চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যভিত্তিক ভাষা-দ্যোতিতের ব্যাখ্যাময়তা একটি ভাষাচিহ্নকে মিথ রূপে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তাকে একধাপ এগিয়ে দেয়। আর এভাবেই ব্যক্তিগত আদর্শ সমন্বিত একটি ঘটনাপরম্পরপা মিথ হিসেবে পর্যায়ক্রমে সমাজে আত্মস্থ হয়ে যায় । এ প্রসঙ্গে বার্থ বলেন, 'myth serve the ideological function of naturalization' (Bathes, 1977:45-46)। সর্বোপরি, ভাষা-চিহ্নের ভাষা-দ্যোতিতের সাথে নতুন কোন সামাজিক ধারণা, মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা যুক্ত হয়ে যখন তা সমাজে অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তখনই চিহ্নের অর্থের এই দ্বিতীয় ক্রমকে মিথ বলা হয়। ফলে, বার্থের মতে, চিহ্নায়নের এই denotation ও connotation যুক্তভাবে মিথের ভাবাদর্শ (ideology) তৈরিতে কাজ করে (Chandler, 2002:144)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভাবাদর্শ নামধারী মিথ কারা তৈরি করে ? যেহেতু একটি সমাজে কোন নতুন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ বা এ বিষয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধ লালন ও প্রকাশে বুর্জোয়ারা এগিয়ে থাকে, তাই মিথ হলো এক ধরনের ভাবাদর্শ বা আপাত সত্য যা সমাজের নেতৃত্বদানকারী দল বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে তৈরি করে এবং এই মিথ সমাজের ইতিহাস-চেতনা, ঐতিহ্য অপহরণ করে ফেলে। শুধু তাই নয়, বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শ পরিচয়বাহী মিথ সমাজ-জীবনের আধুনিক প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান– যথা সংবাদ, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য, শিল্পকলা ইত্যাদিকে ভোগবাদী

সমাজ-ব্যবস্থার অনুকূলে স্থাপন করে একে সবার জন্য এক ভোগনির্ভর স্বাভাবিক বাস্তবতা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তাই ওয়েল্‌সের (Welch, 1973) মতে, মার্কসের মতো করে বার্থ বলেন যে, বুর্জোয়াদের সৃষ্ট মিথ সমকালীন ফরাসি জীবনাচরণকে ভীতিকর রকমে গ্রাস করে রেখেছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ অন্য কোনো নতুন মিথ না আসা পর্যন্ত বুর্জোয়াদের প্রচলিত মিথ সমাজে টিকে থাকে। তাই বলা যায় মিথ আপেক্ষিক ভাবনা অর্থাৎ এতে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। নতুন কোন মিথ আসলে পুরনো মিথ বাতিল হয়ে যায়। তবে এ পরিবর্তন বৈপ্লবিকভাবে হয় না বিবর্তনের সাথে ধীরে ধীরে এর পরিবর্তন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সময় বিশ্বাস করা হতো মেয়েদের কর্মস্থল হচ্ছে গৃহ এবং গৃহকর্মে মেয়েরা বেশি পারদর্শী। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে বুর্জোয়াদের ভাবাদর্শবাহী এই মিথের পরিবর্তন এসেছে (Fiske, 1990:47)।

এজন্য ফিক ও হার্ডলে মিথকে চিহ্নায়নের তৃতীয় ক্রম (Third order of signification) হিসেবে বর্ণনা করেছেন (Fiske and Hartley, 1978)। সর্বোপরি, চিহ্নবিজ্ঞানী Graham Allen-এর মতে, মিথ হলো একটি অধিভাষা (Meta-language) এবং ভাষার দ্বিতীয় ক্রম (order) যা ভাষার প্রথম ক্রমের উপর কাজ করে (Allen, 2003)।

৪. মিথ : ভাষিক-চিহ্নের অর্থগত সম্প্রসারণ

বিভিন্ন ভাষাগত উপাদান মানুষের চিন্তা-কল্পনা ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-বাস্তবতার ভাষিক প্রকাশ। আর এই ভাষাগত উপাদানসমূহকে ভাষিক-চিহ্ন হিসেবে বিবেচনা করে এর কাঠামো বিন্যাস ও অর্থগত সম্পসারণের বিষয়টিকে পাদ-প্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেন দুজন চিহ্নবিজ্ঞানী। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ও ইউরোপীয় চিহ্নবিজ্ঞানের প্রবক্তা ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর প্রত্যেক ভাষাগত উপাদানকে চিহ্ন মর্যাদায় ভূষিত করে একদিকে এর অভ্যন্তর-কাঠামোকে যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি এই কাঠামোর সাথে এর বাগার্থকেও সম্পর্কিত করেছেন। অন্যদিকে, প্রায়োগিক চিহ্নবিজ্ঞানী রলাঁ বার্থ তাঁর প্রস্তাবিত মিথ কাঠামোতে *(দেখুন চিত্র ৪)* এই ভাষিক চিহ্নসমূহ প্রতিনিয়ত সংজ্ঞাপনের বিভিন্ন প্রতিবেশে ব্যবহারের কারণে এবং ব্যক্তিগত আবেগ, অনুভূতি, মতাদর্শগত অভিপ্রায়ের দ্বারা পুনঃপুন ভাষিক-চিহ্নের যে প্রায়োগার্থিক পরিবর্তন হয়ে নতুন ও সম্প্রসারিত ধারণ করছে, তা-ই রূপদান করেছেন। এই উদ্দেশে রলাঁ বার্থ সোস্যুর নির্দেশিত চিহ্ন-কাঠামোকে সম্প্রসারিত করে এতে ভাষিক-চিহ্নের অর্থের সম্প্রসারিত ধারণা বিষয়ক মিথ-কাঠামো উপস্থাপন করেছেন যা ওপরের দীর্ঘ আলোচনায় রূপায়ণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। এই বর্ণনায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, চিহ্নতাত্ত্বিক মিথ যেহেতু

সমাজ-বাস্তবতা বা প্রচলিত ঘটনাপ্রবাহেরই এক ধরনের সম্প্রসারিত রূপ, তাই বার্থ মিথ ব্যাখ্যার জন্য মূলত সোস্যুরের ভাষিক-কাঠামোকেই অবলম্বন করেছেন, যদিও সেই সাথে এর একটি সম্প্রসারিত ব্যাখ্যা তিনিও প্রদান করেছেন। আর তাই বার্থ, ফিস্কের (১৯৯০) সমর্থনেও, মিথ-কাঠামোর ভাষিক-চিহ্নায়নের দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে connotation-এর সাথে সম্পর্কিত করেই মিথ-চিহ্নায়নকে নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনা সহযোগে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, একটি মিথ-কাঠামোর মিথ-দ্যোতিতের প্রতিনিয়ত নতুন কোনো মূল্যবোধ বা ধারণা প্রযুক্ত হয়। তাই তিনি মিথকে সম্পর্কিত ধারণাগুলোর একটি শৃঙ্খল (chain) বলে মনে করেন। সমাজের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ বা উক্তিমালার মিথ-সত্তা হয়ে ওঠার কারণেই সংস্কৃতির সাথে ব্যক্তির একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বার্থের কাছে মিথ হয়ে উঠেছে, '... a system of communication, that it is a message' (Barthes, R. 1972: 109)।

তাহলে মিথ হচ্ছে ব্যক্তি-ভাবনা ও দলীয় মতাদর্শগত চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-প্রণালীর বর্ণনা-কৌশল যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সমাজে নিজেকে মূর্ত করে। ফলে মানুষের খাদ্যাভ্যাস, চালচলন, জীবন-যাত্রা, বিনোদন প্রভৃতি জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রেই মিথের অবস্থান পাওয়া যায়। সর্বোপরি, মিথ-বর্ণনা হলো কোন কিছু সম্পর্কে সংস্কৃতির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে অর্থায়িত করতে এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এভাবেই ভাষিক সমাজের বিভিন্ন প্রচলিত ভাষিক-চিহ্নের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে। তাই মিথ এমন একটি আখ্যান যাতে ভাষানুষঙ্গের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা থাকে এবং এখানে প্রকৃতি ও বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ। (১৯৮০)। *বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র ভূমিকা*। কলিকাতা: মানসী প্রেস

সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী । (২০০১)। *মিথ পুরাণের ভাঙ্গাগড়া*। কলকাতা : পুস্তকবিপনি

Barthes, R. (1972). *Mythologies*. [Translation - Annette Lavers] New York: Hill and Wang

–. –. (1977). *Image music-text*. London: Fontana

Campbell, J. (1949). *The Hero with a Thousand Faces*. Princeton: Princeton University Press

Chandler, D. (2002). *Semiotic the Basic*. London: Routledge

Felihkatubbe, J.M. (2013). *Structure and Deconstruction in the Electran Myth and beyond*. An unpublished BA thesis. Wichita State University

Fiske, J. (1990). *Introduction to Communication Studies*. London and New York: Routledge

Fiske, J. & Hartley, J. (1978). *Reading television*. London: Methuen

Graham, A. (2003). *Ronald Barthes*. London: Routledge

Leech, M. (ed.). (1947). *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legend*. New York: Harper Collins publisher

Jung C.G. and Kerenyi C. (2002). *Essays on a science of Mythology*. London: Routledge

Levi-Strauss, C. (1963). *Structural Anthropology*. [Trans. Claire Jacobson and Brook Grunfdest Schoepf] New York: Basic Books, Inc.

Saussure, Ferdinand de. (1916 [1983). *Course in General Linguistics*. Eds. Charles Bally and Albert Sechehaye. Trans. Roy Harris. La Salle, Illinois: Open Court

Welch, L. (1973). Review: Mythologies by Roland Barthes: Annette Lavers. *The Journal of Aesthetices and Art Criticism* Vol. 31, No. 4, 563-64